



লাভ-ক্ষতির হিসাব কি?

অধিকাংশ কৃষকই তার পণ্য উৎপাদনের প্রকৃত খরচ কত তা জানেন না বা এর কোন হিসাব রাখেন না কিন্তু কৃষকের এটি জানা অত্যন্ত জরুরি। একজন কৃষক তার পণ্য উৎপাদনের পর সেই পণ্য বাজারে বিক্রয় করলে কি পরিমাণ লাভ বা ক্ষতি হয় তা জানার জন্যে যে হিসাব রাখা হয় সেটি লাভ-ক্ষতির হিসাব।

লাভ-ক্ষতির হিসাব কেন রাখবেন?

কৃষি জীবনধারণের অন্যতম পেশা। এই পেশাকে দক্ষ ভাবে পরিচালনার জন্যে সকল আর্থিক লেনদেনের হিসাব সঠিকভাবে লিখে রাখা দরকার। লাভ-ক্ষতির হিসাবের মাধ্যমে একজন কৃষক তার সকল লেনদেনের (খরচ) একটি সাধারণ হিসাব রাখতে পারে। ফলে সে পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে কত টাকা খরচ করেছে সেটি যেমন খুব সহজে বুঝতে পারবে তেমনি বিক্রয়মূল্য কত হলে সে লাভবান হবে সেটিও নির্ধারণ করতে পারবে।

লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখার ফলে কৃষক মূলত দুই ভাবে লাভবান হতে পারেনঃ

- ১) বিভিন্ন ফসলের মধ্যে তুলনা করে ফসল উৎপাদনের জন্য নির্বাচন করা,
- ২) কিভাবে তার উৎপাদন খরচ কমানো যায় সে সব জায়গা চিহ্নিত করা। এর মাধ্যমে কৃষক তার পরিকল্পনাকৃত আয় এবং প্রকৃত আয়ের মধ্যে তুলনা করে কৃষিকে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করতে পারবে।

কিভাবে লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখতে হবে?

লাভ-ক্ষতির হিসাব মূলত দুই ভাবে করা যায়, কাগজে কলমে (সংযুক্তি-১ এর একটি নমুনা দেওয়া হল) অথবা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে (মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব, এছাড়া নিকটস্থ তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র থেকেও এ সেবাটি নেওয়া যায়)। এখানে হিসাব রাখার জন্য যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে, ১. উৎপাদনের খরচসমূহ যেমন- জমি তৈরি, বীজ, সার, সেচ, বালাইনাশক, শ্রম খরচ এবং অন্যান্য খরচ,

ছবিঃ প্রফিট্যাবিলিটি ক্যালকুলেটর এর একটি স্ক্রিনশট

২. আয়ের উপাদান, যেমন- উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ও বিক্রয় মূল্য। এখানে সম্ভাব্য/ পরিকল্পনাকৃত/ আনুমানিক খরচ ও প্রকৃত খরচ লেখা হয় এবং সম্ভাব্য/ পরিকল্পনাকৃত/ আনুমানিক আয় ও প্রকৃত আয় উল্লেখ করে মৌসুম শেষে কত লাভ বা ক্ষতি হল সেটা নিরূপণ করা যায়। ফলে আশানুরূপ লাভের জন্যে কৃষক বিকল্প ফসলের খোঁজ করতে পারবে ও বিকল্প ফসল উৎপাদন করে কৃষক তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারবে।

তথ্য সূত্র : MEAS, CRS

সর্বশেষ সংযোজন ৪২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬

যোগাযোগ : info@ekrishok.com

Visit: www.extension.org.bd for additional resources on agriculture, nutrition and extension